১৯-০৮-১৭ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই ঈশ্বরীয় পড়ার মন্থন করতে থাকো, তাহলে কখনোই কোনো বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না, সবসময় যেন এই নেশাই থাকে যে আমাদের স্বয়ং নিরাকার ভগবানই পড়াচ্ছেন।"

প্রশ্ন :- এই জ্ঞান রত্নের অবিনাশী নেশা কোন্ বাচ্চাদের থাকতে পারে ?

উত্তর :- যে বাচ্চারা গরীব। গরীব বাচ্চারাই বাবার দ্বারা পদে পদে সৌভাগ্যবান হয়। বাবার এই সময় কোটিপতি বাচ্চাদের কোনো দরকার নেই। গরীব বাচ্চাদেরই পাই - পয়সাতে এই স্বর্গের স্থাপনা হয়, কেননা গরীবদেরই সাহুকার হতে হবে।

গীত :- এই পাপের দুনিয়া থেকে আমাদের নিয়ে চলো.....

ওম শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি বাপদাদার বাচ্চারা জানে যে, আমরা এখন এমন জায়গায় চলেছি, যেখানে দুঃখের নামগন্ধ থাকে না, যার নামই হলো সুখধাম। আমরা সেই সুখধাম বা স্বর্গের মালিক ছিলাম। সত্যযুগেই তো সুখধাম ছিলো, দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিলো। এখন তোমরা যখন ব্রাহ্মণ হয়েছো, তোমরাই হলে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। তোমরা এও লেখো - শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মাকুমারীজ। এও তোমরা জানো যে বরাবর তোমাদের চড়তি কলা বা উত্তরণের কলা হয়। চড়তি কলা আর অবতরণের কলা তোমরা বাচ্চারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারো। তোমরা এও জানো যে ভারত যখন চড়তি কলা বা উত্তরণের কলায় ছিলো তখন সেই মানুষদের দেবী - দেবতা বলা হতো। এখন অবতরণের কলায় আছে, তাই তাদের দেবী - দেবতা বলা যাবে না। এখন তারা নিজেদের মানুষ ভাবে। মন্দিরে গিয়ে দেবী - দেবতাদের সামনে মাথা ঠুকতে থাকে। তারা ভাবে এনারা একসময় ছিলেন। কিন্তু কবে ? এইকথা কেউ জানে না। তোমরা যে কোনো মানুষকেই বোঝাতে পারো - ক্রাইস্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে ভারতে স্বর্গ ছিলো। তোমরা বাচ্চারা বুঝে গেছো যে এই চক্র আবার আবর্তিত হবে। পতিত দুনিয়াকে পবিত্র হতেই হবে। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, আমরা বাবার সাহায্যে মনুষ্য থেকে দেবতা হচ্ছি। বাবা আমাদের পড়ান, এই নেশা তো চড়তে হবে, তাই না ? এই ভগবান উবাচঃ গাওয়াও হয়েছে যে - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। কেবল এই ভুল করা হয়েছে যে বাবার পরিবর্তে বাচ্চাদের নাম লিখে দেওয়া হয়েছে। এই ভুলকেও তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো, অন্য কেউ তা বোঝে না।
এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এই
কথা এসেছে যে, আমরা আবার আমাদের শান্তিধাম থেকে সুখধামে যাওয়ার জন্য পবিত্র হচ্ছি। পতিত পাবন তো গড ফাদারকেই বলা হয়। কৃষ্ণকে তো তা বলা হবে না। এইকথা বুদ্ধিতে মন্থন করতে হবে। স্কুলে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই মন্থন চলতে থাকে তাই না ? তোমরাও যদি এই মন্থন করতে থাকো তাহলে দ্বিধায় পড়বে না। তোমরা জানো যে এখন আমাদের চড়তি বা উত্তরণের কলা। সেকেন্ডে জীবন মুক্তিরও গায়ন আছে। বাচ্চা জন্ম হলেই উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। কিন্তু সে কোনো জীবনমুক্তির আশীর্বাদী বর্সা নয়। এখানে তোমরা জীবনমুক্তির রাজ্য ভাগ্য পেয়ে থাকো। বাবার সাথেও অবশ্যই মিলিত হতে হবে। এও জানো যে বেহদের বাবার থেকে ভারত বেহদের আশীর্বাদী বর্সা প্রাপ্ত করেছিলো, এখন আবার তা মিলবে। এখন তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে আশীর্বাদী বর্সা পাচ্ছো। ভক্তি মার্গে কাউকে না কাউকে মানুষ স্মরণ করে। সকলের চিত্রও আছে, পুজো করা হয়,

তাই না ? এই রহস্যও বাবা বুঝিয়ে বলেছেন । এই বিষয় কোটিতে কয়েকজনই খুব ভালোভাবে বুঝবে আর নিশ্চিত হবে, কেউ কেউ আবার সংশয়ও করবে । কারোর যাতে এই সংশয় না আসে তাই সম্বন্ধের কথা প্রথমে বুঝিয়ে বলতে হবে । গীতাতেও তো এই কথা আছে যে অর্জুনকেও ভগবান বুঝিয়েছিলেন। এখন ঘোড়ার গাড়িতে বসে তিনি রাজযোগ শেখাবেন, এ তো হতে পারে না । এমনভাবে বসে থোড়াই রাজযোগ শেখাবেন । এখন এই কথা তো মিথ্যা হয়ে গেলো । শাস্ত্রে দেখানো হয়....বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বের হয়েছেন আর ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্রও দেখানো হয়েছে । সূক্ষ্ম বতনে তো এ হতে পারে না । এখানেই তো জ্ঞানের সার বুঝিয়ে বলবেন । এমন সমস্ত চিত্র দেখিয়ে তোমরা বোঝাতে পারো । প্রদর্শনীতেও এই ছবি অবশ্যই কাজে আসবে । সূক্ষ্ম বতনের তো কথাই নেই । ব্রহ্মা মুখের দ্বারা কাকে বোঝাবে ? সেখানে তো থাকেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শংকর । তাহলে শাস্ত্রের সার কাদের বোঝাবেন ? তোমরা জানো যে এ সব হলো ভক্তিমার্গের কর্মকাণ্ড । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে ভক্তিমার্গ থাকে না । সেখানে হলো দেবতাদের রাজধানী । ভক্তি কোথা থেকে আসবে ? এই ভক্তি তো পরে আসে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে নিশ্চয় বুদ্ধিদেরই বিজয় হয় । বাবার প্রতি নিশ্চয়তা থাকলেই অবশ্যই বাদশাহী প্রাপ্ত করবে । বাবা বসে বোঝান, আমিই স্বর্গের স্থাপন করি এবং পতিতকে পবিত্র করি । শিবকে গোরা আর কালো বলা হবে না । কৃষ্ণকেই শ্যাম সুন্দর বলা হয় । এও বাচ্চারা জানে যে শিব এই সৃষ্টিচক্রে আসেন না । তাই তাঁকে গোরা বা কালো দেখানো যাবে না । বাবা বোঝান যে বাচ্চারা তোমাদের এখন চড়তি কলা । তোমাদের কালোর থেকে গোরা হতে হবে । ভারত একসময় গোরা ছিলো – এখন কালো কেন হয়ে গেছে ! কাম চিতায় বসার কারণে । এমন গায়নও আছে যে সাগরের সন্তানদের কাম জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিয়েছিলো । এখন বাবা তোমাদের জ্ঞান চিতায় বসাচ্ছেন । তোমাদের ওপর জ্ঞানের বর্ষণ হয় । তোমরা এও জানো যে, এই হলো এক সৎসঙ্গ । পরমপিতা পরমাত্মা যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন, মানুষ তাঁকে অমরনাথও বলে থাকে, তাহলে অবশ্যই তিনি এখানেই বসে বাচ্চাদের বোঝাবেন, তাই না ? পাহাড়ের ওপর কেবল এক পার্বতীকে কি শোনাবেন ? তাঁর তো সমস্ত পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে হবে । একের তো কথা নয় । তোমরা জানো যে আমরাই পবিত্র দুনিয়ার মালিক ছিলাম আবারও আমরাই হবো । ঝাড়ের ওপরও বোঝানো হয়েছে যে পরের দিকে ছোটো ছোটো ধর্মের শাখা – প্রশাখা বের হবে । এ সব হলো ছোটো ছোটো মঠ পথ । প্রথম দিকে খুব সুন্দর পাতা বের হয় । যখন ঝাড়ের জর্জরিভূত অবস্থা হয় তখন তখন নতুন পাতাও বের হবে না আর ফলও আসবে না । প্রতিটা কথা বাবা বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে বোঝাতে থাকেন । তোমাদের লড়াই এই মায়ার সাথেই । এতো উঁচু পদের প্রাপ্তি, কিছু পরিশ্রম তো করতেই হবে । পড়তেও হবে আবার পবিত্রও থাকতে হবে । অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য চলেছিলো, এখন আবার রাম রাজ্য আসতে হবে । মানুষ বলেও যে রামরাজ্য আসতে হবে । কিন্তু এ কথা কেউ জানে না যে কবে হবে আর কিভাবে হবে ? শাস্ত্রে তো এইসব কথা নেই । দেখানো হয় যে পাণ্ডবরা পাহাড়ে মারা গিয়েছিলো । আচ্ছা, তারপর কি হয়েছিলো ? প্রলয় তো হয় না । একদিকে দেখানো হয়, বাবা রাজযোগ শেখান । বলা হয় যে তোমরা ভবিষ্যতে রাজার রাজা হবে আবার দেখানো হয় পাণ্ডবরা গলে গিয়েছিল । এ কিভাবে হতে পারে ! নতুন দুনিয়ার স্থাপনা কিভাবে হবে ? কৃষ্ণই বা কোথা থেকে আসবে ? অবশ্যই ব্রাহ্মণ তো চাই ।

তোমরা জানো যে আমরা নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার পুরুষার্থ করছি । এখানে সবাই জ্ঞান সাগরের কাছে আসে রিফ্রেশ হতে । এখানে তোমরা জ্ঞান গঙ্গাদের দ্বারাই শুনছ । অমরনাথে এক সরোবর আছে যার নাম মানস সরোবর । জ্ঞান সাগর বাবা বসে তোমাদের জ্ঞান স্নান করান, যাতে তোমরা

বেহস্তের পরী হয়ে যাও । পরী নাম শুনেই পাখাওয়ালা মানুষ বানিয়ে দিয়েছে । বাস্তবে এই পাখা ইত্যাদির কোনো কথা নেই । আত্মার ওড়ার পাখা এখন ভেঙ্গে গেছে । শাস্ত্রে তো কত কথা লিখে দিয়েছে । ইনি (ব্রহ্মা বাবা) অনেক শাস্ত্র পড়েছেন । এনাকেও বাবা বলেন, তুমি নিজের জন্মকে জানো না । আমি তোমার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে প্রবেশ করি । কৃষ্ণ হলো সত্যযুগের প্রথম জন্ম । স্বয়ংবরের পর তাঁরা লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়ে যায় । তাই যিনি নারায়ণ, তিনি অনেক জন্মের অন্তে এখন সাধারণ হয়ে যান । তখন অবশ্যই তাঁর শরীরেই আসতে হবে । কেউ কেউ আবার বলে, ভগবান এই পতিত দুনিয়াতে কিভাবে আসবে ? না বোঝার কারণে শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে, যে সবথেকে পবিত্র । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সবাই ভগবান মানবে না । ভগবান হলেন নিরাকার । ওনার নাম শিব , বিখ্যাত । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানে । সূক্ষ্মবতনে তো ব্রহ্মা , বিষ্ণু, শংকর । এও খুব ভালোভাবে বোঝানো দরকার । ধারনাও খুব ভালো থাকা দরকার । নিজেদের মধ্যে একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে । বাবাকে স্মরণ করো কি ? ৮৪ র চক্রকে স্মরণ করো কি ? এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো বস্ত্র সব ত্যাগ করতে হবে । এখন আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি । পুরানো দুনিয়ার নেশা আর থাকে না । এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্নের নেশা, এই নেশা কাটা খুবই মুশকিল । গরীবদের নেশা কেটে যায় । বাবা বলেন, আমি গরীবের ভগবান, এখানে গরীবরাই আসে । আজকাল তো কোটিপতিদেরই পয়সাওয়ালা বলা হয় । লাখপতিকে পয়সাওয়ালা বলা হবে না । তারা তো এই জ্ঞান নিতে পারবে না । বাবা বলেন আমার তো কোটিপতি চাই না । কি করবো ? আমার গরীবদের এক এক পয়সা দিয়ে স্বরাজ্য স্থাপন করতে হবে । আমি পাক্কা ব্যবসায়ী । এমন ফালতু কেন নেব, যা দিতে হবে ? তোমরা পরিবর্তে অনেক কিছু পাও, তাই বাবাকে ভোলানাথ বলা হয় । গরীবের সাথে গরীবকেই মালায় গাঁথা হয় । তোমাদের সমস্তকিছুই এই পুরুষার্থের ওপর নির্ভর করে, এখানে পয়সার কোনো কথা নেই । পড়ার বিষয়ে গরীব খুব মন দিয়ে পড়বে । এই পড়া তো একই । গরীব খুব ভালো করে পড়বে, কারণ সাহুকারদের পয়সার নেশা থাকে ।

তোমরা বাচ্চারা জানো, তোমরা একসময় স্বর্গের মালিক ছিলে, এখন কাঙ্গাল হয়েছো । এখন বাবা যখন এসেছেন, তখন ৮৪ জন্মের এই চক্র তো অবশ্যই লাগাতে হবে । পুনর্জন্মও তোমরাই সিদ্ধ করবে । তোমরা আমার অতি প্রিয় হারানিধি বাচ্চারাই এই ৮৪ র চক্রে আসো । এ কথাও তোমরাই জানো, আর কেউই জানে না । তোমরা জানো যে চক্র সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । এই পড়াকে খুব ভালো করে পড়তে হবে । চিত্র রাখা থাকলে, দেখে চক্রের কথা মনে হবে । কোনো কোনো গান খুবই ভালো, শুনলে নেশা বাড়তে থাকে । তোমরা এখন শিব বাবার হয়েছো, তোমরা আশীর্বাদী বর্সা নিরাকারের থেকেই পাও, সাকারের মাধ্যমে । সাকারে না আসতে পারলে নিরাকার কিভাবে দেবেন তোমাদের ? তাই তিনি বলেন, আমি এনার অনেক জন্মের শেষে প্রবেশ করি । প্রজাপিতাও তো এখানেই চাই । ব্রহ্মার নাম বিখ্যাত, কারণ ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী তোমরা । বাচ্চাদের বাজোলী বা ডিগবাজির খেলাও বোঝানো হয়েছে । আমরা এখন ব্রাহ্মণ, এরপর দেবতা হবো । টিকিও তো দেখা যায় । ওপরে শিব বাবা তারার মতো আছেন, কত সূক্ষ্ম । এতো বড় লিঙ্গ হয় না, এ তো পূজার জন্য বানানো হয় । রুদ্র যজ্ঞ যখন রচনা করা হয়, তখন একটি বড় শিব লিঙ্গ আর ছোটো ছোটো শালিগ্রাম বানানো হয় । সাহুকাররা অনেক বানায় । এইসব ভক্তিমার্গে দ্বাপর যুগ থেকে শুরু হয় । প্রথমে ১৬ কলা থাকে, তারপরে ১৪ কলা, এরপর কলা কম হতে হতে এখন কোনো কলাই নেই । এইকথা বাবা বসেই বুঝিয়ে বলেন । বাবা আর কোনো কষ্ট দেন না । নোট করতে

থাকো, পতিদেরও পতিকে কত সময় ধরে স্মরণ করেছো ? অব্যভিচারী সম্বন্ধ চাই না ? মিত্র – সম্বন্ধীদেরও ভুলে যেতে হবে । একজনের সঙ্গেই প্রীতির সম্পর্ক রাখতে হবে । এই বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে যেতে হবে । আত্মাদের বৈঠক তো ব্রহ্ম – তত্বে । ক্ষীর সাগরে বিষ্ণুকে দেখানো হয় । বিষ্ণু আর ব্রহ্মা । ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের বোঝানো হয়, তারপর তোমরা বিষ্ণুপুরী ক্ষীর সাগরে চলে যাও । এখন বাবা বলেন, কেবল আমাকে স্মরণ করো, তিনি আর কোনো কষ্ট দেন না । কেবল একটি কথাই বলেন – হে আত্মারা আমাকে স্মরণ করো । আমিই তোমাদের এই অভিনয় করতে পাঠিয়েছিলাম । তোমাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিই যে তোমরা অশরীরী এসেছিলে । প্রথম দিকে তোমরা দেবতা হয়ে স্বর্গে এসেছিলে । ভগবান যখন সকলেরই বাবা তখন সকলকেই তো স্বর্গে আসতে হবে । কিন্তু সব ধর্মের মানুষ তো আর আসতে পারবে না । ৮৪ জন্ম দেবতারাই নিয়েছে । তাদেরই আসতে হবে । এইসব কথা তোমরা ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না । ভালো বুদ্ধির মানুষরাই এই ধারণা করবে । খুব অল্প সময় বাকি আছে তাই নিজেকে আত্মা মনে করো । আমরা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করি, আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন এ হলো অন্তিম জন্ম । আত্মা সত্যিকারের সোনায় পরিণত হবে । সত্যযুগে সবাই প্রকৃত গহনা ছিলো, এখন সবই মিথ্যা । এখন তোমরা আবার জ্ঞান চিতায় বসেছো, তোমরাই আবার গোরা হয়ে যাও । শ্বাসে প্রশ্বাসে যদি স্মরণ করো, তাহলে সেই অবস্থা অন্তিমে আসবে । আচ্ছা ।
মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ক্ষীর সাগরে যাওয়ার জন্য এক বাবার সাথেই সত্যিকারের প্রীতি রাখতে হবে । অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে আর সবাইকে এক বাবার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে ।

২) বিনাশী ধনের নেশা রাখবে না । জ্ঞান ধনের নেশায় স্থায়ী থাকতে হবে । এই ঈশ্বরীয় পড়া করে উঁচু পদ পেতে হবে ।

বরদান :- পরিবর্তন শক্তির দ্বারা অতীতকে বিন্দু দিয়ে নির্মল আর নির্মাণ হও ।

পরিবর্তন শক্তির দ্বারা আগে নিজের স্বরূপকে পরিবর্তন করো, আমি শরীর নই, আমি হলাম আত্মা । এরপর স্বভাবের পরিবর্তন করো, পুরানো স্বভাবই পুরুষার্থী জীবনে ধোকা দিয়ে থাকে । তাই পুরানো স্বভাব বা চরিত্রের পরিবর্তন করো । তারপর হলো সংকল্পের পরিবর্তন । ব্যর্থ সংকল্পকে সমর্থে পরিবর্তন করে দাও । এইপ্রকারে পরিবর্তন শক্তির দ্বারা সমস্ত অতীতের ঘটনাকে যদি বিন্দু লাগাতে পারো তাহলে স্বত: নির্মল আর নির্মাণ হতে পারবে ।

স্লোগান :- ললাটে স্মৃতির তিলক যেন সর্বদা ঝলমল করে --- এই হলো বধূর প্রকৃত সোহাগের চিহ্ন ।